ভারতী চিত্রণ নিবেদিত
বাঘা যতীন

গোপাল (চিত্তপ্রিয়) জগদীশ (ভোলানন্দ গিরি) সত্য (রাসবিহারী)

ছায়া দেবী (বিনোদ বালা) জ্যোৎস্না গুপ্তা (ইন্দুমতী)

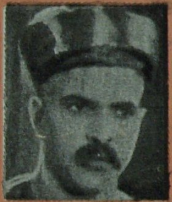

সত্য রায় (মনোরঞ্জন) অশোক ভট্টাঃ (জ্যোতিষ) ডোঙ্গরে (তিলক)

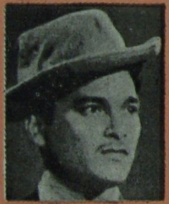

নিমু ভৌমিক (যাদুগোপাল) শিশির বটব্যাল (অরবিন্দ)

সাতকু (এম. এন. রায়) মিঃ গিল (টেগার্ট) দ্বিজেন রায় (নীরেন)

ঃ রূপায়ণে ঃ

রবীন রায়

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্জু ॥ স্নিগ্ধা রাজকুমার বেচু সিংহ ॥ বিপ্লব ধীরাজ ॥ সাত্যকি শ্যাম লাহা ॥ ভানু ৺তারক লাহিড়ী রতন সেন ॥ শৈল অসীম কুমার প্রদ্যোৎ নারায়ণ জিতেন ॥ সনৎ মাধব ॥ অনিল দেবী হালদার আদিত্য বসু রবীন চক্রবর্ত্তী বিমল প্রসাদ চিত্ত ॥ দেবী লক্ষ্মীনারায়ণ জগন্নাথ ॥ বিদ্যুৎ দেবকুমার ॥ ননী তারাপদ রায় প্রমোদ চৌধুরী বেদপ্রকাশ সুধীর (এ্যাঃ) শ্যামল ॥ মিণ্টু অমিয় ॥ চিত্তরঞ্জন সত্য (এ্যাঃ) বিমল (এ্যাঃ) অমর ॥ মনোরঞ্জন প্রসন্ন ॥ সুনীল বসু জে, ম্যাকমোহন ব্লানচেট ॥ স্পেক ডি, লক আর অনেকে

বাঘাযতীন

১৯০৫ সন। কার্জ্জন সাহেব তাঁর ছুরি দিয়ে বাংলার বুকটাকে চিরে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সেই বুক-ভাঙা বাংলার পাঁজরার ভেতর হ'তে বেরিয়ে এসেছিল লুক্কায়িত ধূম্রজাল, আর বিপ্লবের তীব্র রক্তস্রোত। বিদ্রোহী বাংলা বিপ্লবের আগুন ও শোনিতে রক্তমুখী হ'য়ে ওঠে। মুমূর্ষ যারা ধ্যানস্থ ছিলেন দ্বিধান্থ বাংলার মাতৃশিয়রে অস্থি-মজ্জা নিয়ে তাঁরা সৃষ্টি ক'রলেন—বিপ্লবের বিরাট কালপুরুষ।

ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতি মনীষীর নেতৃত্বে এগিয়ে এল সহস্র সৈনিক। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বোস, কানাইলাল, সহস্র দধীচির মাঝে পড়ে গেল "মরণের" কাড়াকাড়ি, আর সেদিন দেখা দিল সর্ব্বভোগী পুরুষের মাঝে সর্ব্বত্যাগী এক মহামানব—বিপ্লবী নেতা জ্যোতিন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়ে ছিল যার ভারত বিপ্লবের মহা আয়োজন।

১২৮৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, নদীয়া জেলার কয়া নামক গ্রামে যতীন্দ্রনাথ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম শরৎ শশী দেবী। অতি অল্প বয়সেই যতীন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃহীন হ'য়ে মাতুলালয়ে মানুষ হন। এম. এ. পাশ করার পর, যতীন্দ্রনাথ উপার্জ্জনক্ষম হন এবং পরবর্ত্তী জীবনে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের মিঃ এ. এইচ, হুইলারের ষ্টেনো হ'য়ে অর্থ যশ ও প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ, তার বিপ্লবী মনকে ইংরাজের পরিবেশের মাঝখানে কিছুতেই বন্দী ক'রে রাখতে পারলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাকে চাকুরী ছাড়তে হয়। ১৯০৮ সনে ঋষি অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ ধরা পড়ার পর, বাংলার বিপ্লবের ভার অর্পিত হ'ল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। সামান্য একটা ছুরি দিয়ে বাঘ মেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হল "বাঘাযতীন"। এবারে বাঘ আর সিংহের লড়াই সুরু হ'ল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজকে এদেশ হতে তাড়াতে হ'লে চাই উপযুক্ত হাতিয়ার; অল্প ক'টা লুকিয়ে রাখা যন্ত্রে বৃটিশ সিংহকে ঘায়েল করা চলবে না। হ্যারিসন রোডে অমরেন্দ্র চাটার্জ্জী স্থাপিত "শ্রমজীবি সমবায়" ও হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর "হ্যারি এণ্ড সন্স" নামক দুটি দোকানের মাধ্যমে, বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রলেন। যতীন্দ্রনাথ যেমনি দেখতে পেয়েছিলেন মোহনলালের বংশে বাতি দেবার লোকের অভাব বাঙ্গলাদেশে নেই; তেমনি মীরজাফরের বংশবীজদের অভাবও এদেশে নেই; স্বাধীনতার পথে যাদের বাঁচিয়ে রাখা চলে না। ফলে একটির পর একটি ইংরাজের অন্নপুষ্ট দেশদ্রোহীকে বিপ্লবীদের গুলির মুখে প্রাণ দিতে হ'ল।

১৯১৪ সন। জার্ম্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। যতীন্দ্রনাথ দেখলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। জীতেন লাহিড়ীকে পাঠালেন আমেরিকাতে; সত্যেন সেন রওনা হ'লেন বার্লিনে; অবনী মুখোপাধ্যায় চলে যান জাপান; ভোলানাথ চ্যাটার্জ্জী—ব্যাঙ্ককে এবং নরেন ভট্টাচার্য্যকে বাটাভিয়াতে পাঠিয়ে, বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তিনি সারা বিশ্বে গড়ে তোলেন, বিপ্লবের বিরাট আয়োজন।

বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চম্পকরমন পিংলে, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে রাজী হ'লেন। স্থির হ'ল উক্ত কেন্দ্রের হেরম্ব গুপ্ত কালিফোর্নিয়া গিয়ে, বিদেশী শক্তির সাহায্যে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ কোরে, পোর্ট স্যানডিয়েগোতে "এনি লার্সেন্" নামক জাহাজে জমা ক'রবেন। এনি লার্সেন সমস্ত অস্ত্র সম্ভার নিয়ে মেক্সিকোর ৪০০ মাইল পশ্চিমে সার্কো আয়ল্যাণ্ডে অপেক্ষারত 'মেভারিক" জাহাজে তুলে দেবে। "মেভারিক" তখন অস্ত্র-সম্ভার নিয়ে সুন্দর বনে এসে পৌঁছাবে। যতীন্দ্র নাথের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুন্দরবনে ৫০০ লোক ও ৩০০ নৌকা তৈরী থাকবে। মেভারিক আসবে ৭টি বাতি জ্বালিয়ে। সুন্দরবনেও তেমনি ৭টি বাতি সাজাবার ব্যবস্থা হ'ল; পরস্পর পরস্পরকে চিনবার জন্য। মেভারিক জাহাজ হতে সমস্ত অস্ত্র সুন্দরবনে নামিয়ে, তথাকার বিপ্লবীগণ উক্ত অস্ত্রের একটি অংশ হাতিয়া দ্বীপে পাঠাবেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সেখানে তার দলবলসহ তৈরী থাকবেন। অস্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ দখল ক'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে যাবেন। নরেন ভট্টাচার্য্য (এম. এন. রায়) ও বিপিন গাঙ্গুলীর ওপর নির্দ্দেশ হ'ল তারা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মের তদানীন্তন রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, সংকেত পেলেই বিদ্রোহ করে, তাদের সাহায্যে কলকাতা সহর দখল করবেন এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। সুন্দরবনের অস্ত্রের আর একটি অংশ বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের কাছে চলে আসবে। যতীন্দ্রনাথ সেই অস্ত্র নিয়ে মাদ্রাজের উপকূল ধরে দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হবেন। অস্ত্রের আর একটি ভাগ উত্তর ভারতে বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের কাছে চলে যাবে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাসবিহারী বোস পাঞ্জাবী রেজিমেন্টদের উত্তেজিত ক'রে রেখেছিলেন। সুফি আহমদ, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুলের আমীরের সাহায্যে সেখানে "ফ্রি ইণ্ডিয়া ষ্টেট" নামক একটি দল গঠন কো'রে, সসৈন্যে ভারতের পশ্চিম দিক হ'তে ইংরাজকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়। যতীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল সমগ্র ভারতকে এককালে এমনিভাবে চাপ দিলে ইংরাজ সে আঘাত সহ্য ক'রতে পারবে না। যতীন্দ্রনাথের এই কর্ম্মব্যবস্থায় সহযোগিতা করেছিলেন নরেন ভট্টাচার্য্য এবং ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিকতা।

সব কিছু ব্যবস্থা ক'রে বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লেন বালেশ্বরের পথে, সর্ব্বত্যাগী এক ধ্যানী-ঋষির মত। পেছনে পড়ে রইল তার সোনার সংসার; বিনোদবালার মত মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ী দিদি; ইন্দুমতীর মত সাধ্বী স্ত্রী।

যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লেন বালেশ্বরের পথে আত্মগোপন করে; সন্ন্যাসীর বেশে। সঙ্গে রইল তার প্রিয় অনুচর চতুষ্টয় চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ আর রইল অন্তরের বিরাট উদ্দীপনা—স্বাধীন ভারতের রঙ্গীন স্বপ্ন। যতীন্দ্রনাথকে ধরার জন্য তখন ইংরাজ সরকারের কড়া হুলিয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে প্রচুর পারিতোষিক। আশ্রয় দিতে কেউ সাহস করে না। তখন এগিয়ে এলেন ঋষি-তুল্য মানব কাপ্তিপোদ্দার মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। একদিকে পড়ে রইল তার প্রচুর সম্পত্তি আর পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দিয়ে ইংরেজ সরকারের অগ্নিদৃষ্টিকে টেনে নিয়ে, নিজেকে দেউলিয়া ক'রে দেওয়া। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কাপ্তিপোদ্দায় যতীন্দ্রনাথ নাম গ্রহণ ক'রলেন সাধুবাবু, চিত্তপ্রিয়ের নাম হ'ল কালিদাস, মনোরঞ্জনের নাম হ'ল যোগানন্দ, নীরেন আর জ্যোতিষ নামান্তরে শঙ্কু ও প্রমথকে তালডিহাতে পাঠানো হ'ল। গভীর রাতে যতীন্দ্রনাথ সেখানে বিপ্লবীদের নিয়ে বসতেন গোপন বৈঠকে অথবা সমুদ্র-সৈকতে দুরবীণ হাতে, তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন মেভারিকের আশায়। ১লা জুলাই মেভারিক আসার কথা; চারিদিকে পড়ে গেল বিপুল উত্তেজনার সাড়া। কিন্তু মেভারিক এল না। খবর এল বিপ্লবীদের সবক'টি প্রধান কেন্দ্রে পুলিস হানা দিয়ে তছনছ করে গেছে। যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন, মেভারিক কেন আসে নাই। সদলবলে ছুটলেন তিনি ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলের দিকে, কিছুদিন সেখানে আত্মগোপন করার জন্য। ওদিকে টেগার্ট, ডেনহাম, রাদারফোর্ড, কমাণ্ডার-ইন-চীফ ইত্যাদি বৃটিশ পুঙ্গবের দল ছুটে আসে বালেশ্বরের উপকণ্ঠে, সঙ্গে এলো তাদের পাঁচশত সুশিক্ষিত সৈন্য আর "শাইলকের" একটি "নিক্তি পাল্লা", যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চ-পাণ্ডবের রক্ত মাংস দিয়ে, বেনিয়া সরকারের ক্ষতির পরিমাণ ওজন কোরে নেবার জন্য।

তিন দিন তিন রাত অবিরাম চলার পর যতীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন বুড়িবালামের তীরে—ময়ূরভঞ্জের পাশে। ভাবলেন বোধহয় নিরপত্তা হল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখেন ইংরাজের বিরাট সশস্ত্রবাহিনী ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। যতীন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন; গর্জ্জন করে উঠলেন—"Ready with guns"—হাতে হাতিয়ার নে। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, অত্যাচারী ইংরাজের কাছে বাংলার ছেলেরা অত সহজে ধরা দিতে শেখে নাই।"

পাঁচজন সন্ন্যাসীর হাতে মাত্র ৩টি মশার পিস্তল। হাঁটু গেড়ে তারা বসে গেলেন ট্রেঞ্চের ধারে, পরক্ষণেই গর্জ্জে ওঠে তাদের হাতের অস্ত্র, ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রত্যুত্তরে উত্তর দেয় মুহুর্মুহু। মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুপক্ষ থমকে দাঁড়ায়। একদিকে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, জ্যোতিষ বাংলার পঞ্চপাণ্ডব; অন্যদিকে ইংরাজের দুর্য্যোধনী সেনাবাহিনী। মুহুর্মুহু আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ গর্জ্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। রক্তের ঝিলিক, আর আগুনের হল্কায় বুড়িবালামের তীর রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে পলায়োন্মুখ হয়ে পড়ে। টেগার্ট, ডেনহাম, রাদারফোর্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বাংলার আগুনের দিকে। এ যে এত জ্বালাময়ক তারা ভাবতে পারে নাই। এদিকে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সামান্য

যে গুলি ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব নিঃশেষ হয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। যতীন্দ্রনাথের গা বেয়ে তখন রক্তের গঙ্গা নেমে চলেছে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর আলো চোখ হতে সরে যেতে থাকে। বীরদর্পে তখন ভাগ্যবান ইংরাজ, অর্দ্ধমৃত বীরনেতাকে আটক করে নিয়ে যায় নিজেদের দপ্তরে। বালেশ্বর হাসপাতাল। পরদিন যতীন্দ্রনাথের জীবন সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। ইংরাজের চোখে যতীন্দ্রনাথ রাজদ্রোহী, মহাশত্রু। তবু যতীন্দ্রনাথের মত এতবড় বীর যোদ্ধাকে টেগার্ট অস্বীকার ক'রতে পারে না। কিভাবে মরণজয়ী বীরকে একটু খুসী করা যায়, সে সুযোগের অপেক্ষায় টেগার্ট চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যতীন্দ্রনাথের তখন শ্বাস উঠেছে, শুকনো গলায় একটু জল চাইলেন। তিলার্দ্ধ দেরী না করে টেগার্ট নিজ হাতে জল নিয়ে ধরলেন যতীন্দ্রনাথের মুখে। কিন্তু মৃত্যুপাণ্ডুর ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি টেনে যতীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—"মিঃ টেগার্ট, বহু অত্যাচার, লাঞ্ছনা, যাতনা দিয়েছ আমার দেশবাসীকে। বহু বৃদ্ধ, শিশু, নারীর আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছিল। আমি শপথ করেছিলাম এর প্রতিশোধ একদিন নেব, তাই তোমার হাতের জল গ্রহণ করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কর মিঃ টেগার্ট।"

জীবনের শেষ তৃষ্ণাকে নিয়ে বিপ্লবী নেতা অম্লান বদনে চলে গেলেন—তবু বিদেশী অত্যাচারী শাসকের জল তিনি স্পর্শ ক'রলেন না। টেগার্টের হাত হতে জলের গ্লাস মাটিতে প'ড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়—আর সেই সঙ্গে কেঁপে ওঠে ইংরাজের দু'শত বছরের ভারতের রাজসৌধ, একদিন এমনি ভাবে শতধা হয়ে যাবার ভয়ে। ইংরাজ বুঝতে পারে বাংলার আগুন—জলেতেও নেভে না। মনে, প্রাণে, অন্তরের প্রতি কণায়, শিরায়, মজ্জায় যে বিপ্লবী—তার অপ্রতিহত বিদ্রোহকে প্রতিহত করা বেনিয়া ইংরাজের সাধ্য নয়। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে তার ভবিষ্যতের ভয়াল দিনপঞ্জীর দিকে।

★

গান

ঐ ফাঁসীর মঞ্চ দোলে
আমার বাঁধন ততই খোলে
নামে ছায়া রাঙা ভোরে এলো আঁখি
ওরা ভালবেসে মোরে হ'ল অপরাধী
মোর আঁখি হ'তে আলো নিভে যায়
আমি কারে ডাকি ওরে ফিরে আয়
ওরা মা মা ব'লে
দূরে স'রে যায় ব্রত সাধি।
মোর ভাঙা বুকে বাজে হাহাকার ;
মা ব'লে ডাকিবে কে গো আর
মোর শেষ নেই বুঝি দুরাশার ;
তাই দুরাশাতে বুক বাঁধি।
ওরা ফোটার আগেই
ফুলের মত ধুলায় পড়ে ঢ'লে
রক্ত দিয়ে মুক্তি আনে
তাই যে আমি কাঁদি
ওরা ভালবেসে মোরে হ'ল অপরাধী।

(২)

ছোড়্ জীবনকা মায়ারে বন্দে
ছোড় জীবনকা মায়া।—
চার ঘড়ি হায় উস্‌কা নাতা—
আজ র‍্যাহে কাল জানা রে বন্দে—
আজ র‍্যাহে কাল জানা।
আয়ে জগ্‌মে খেল রচায়ে
বনায়া আপনা পরায়া
সুন্দর কায়া ধূল মিলেঙ্গে
কাঁহে তু নীড় বসায়া।
গিরি নদী পর্ব্বত
উসকি রচনা
সূরয কি কিরণ প্রখরতম—
চন্দ্র কি মৃদু ইয়োতসনা।
বাঁদলোকে হর রূপমে
হায় রামা জগমোহনা
করনি তেরি আগে পড়ি হায়,
কাঁহে কদম হটায়া ;
সৃষ্টি কিভি ধ্বংস উওহি হায়
কর প্রভকি বন্দনা।

(৩)

তুমি অন্ধ ভগবান—তুমি অন্ধ ভগবান
তুমি পাষাণ, তুমি পাষাণ,
তুমি পাষাণ!
আমি বিদ্রোহী মরু ঝড় ;
স্বর্গে জেলেছ প্রলয় অগ্নি
ভেঙেছ আশার ঘর।
আমি বিদ্রোহী, তাই বিদ্রোহী,
আমি বিদ্রোহী।
ডানা ভাঙা পাখী
খোঁজে যবে ভীরু নীড় ;
শিকারীর হাতে তুলে দাও তুমি
অলখে বিষের তীর ;
মরণের কোলে পড়ে সে যে ঢ'লে
শোনিতে সিক্ত স্বর।
আমি বিদ্রোহী, বিদ্রোহী, বিদ্রোহী,
গুরু গুরু বাজে ডম্বরু তব,
ধ্বংস তোমার খেলা ;
ভরা তরী ডুবাও হেসে
শেষ করো রাঙা বেলা
শঙ্কর—শঙ্কর তব তৃষ্ণায়
নয়নে বিদ্যুৎ চমকায় ;
তুমি আমি দোঁহে মুখোমুখী
আজ বজ্র ও ঝঞ্ঝায় ;
এই সংঘাতে হবে জানাজানি—
কে বেশী ভয়ঙ্কর

বাঘাযতীন

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : *হিরন্ময় সেন*

কলাকুশলীবৃন্দ

চিত্রশিল্পী : **জি, কে, মেহতা**
শব্দযন্ত্রী : **গৌর দাস**
সম্পাদক : **অর্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জী**
বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জী
প্রধান কর্ম্মসচিব : **অশোক দাশগুপ্ত**
রূপসজ্জাকর : **দেবী হালদার**
পটশিল্পী : **কবি দাশগুপ্ত**
সঙ্গীত পরিচালনা : **দেবেশ বাগচী**
গীত রচনা : **শান্তি ভট্টাচার্য্য**
যন্ত্রসঙ্গীত : **গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা**
শিল্প নির্দ্দেশক : **গৌর পোদ্দার**
আলোক সম্পাত : **হেমন্ত দাস**

কণ্ঠ-সঙ্গীত :

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥ প্রদ্যোৎ নারায়ণ ॥
প্রতিমা ব্যানার্জ্জী ॥ আরতি মিত্র

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : ভবেন দাস
ভবানী দাস; নিত্য কর
ধারারক্ষী : দেবব্রত সেন
চিত্রশিল্পী : গোরা মল্লিক
শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনা : গঙ্গাধর নস্কর
রূপসজ্জা : শিবু দাস, কার্ত্তিক সাহা
ব্যবস্থাপনা : অমূল্য চক্রবর্ত্তী,
নিতাই সরকার
আলোক সম্পাত : আহমদ, অনিল,
সুখরঞ্জন
পটশিল্পী : রবি দাশগুপ্ত,
প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

● প্রচার পরিচালনা : **বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়** ●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জগৎগুরু স্বামিজী; স্বামিজী রামানন্দ গিরি; শ্রীযুক্ত বি, রায়; এস, ব্যানার্জ্জী; এইচ, এন, সরকার; এন, সোম; ৺অমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জী; শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী; মাখন সেন; ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়; ভূপতি মজুমদার; হরিকুমার চক্রবর্ত্তী; মনোরঞ্জন গুপ্ত; ডাঃ ভূপেন দত্ত; মিঃ ঘোষ ডি, আই, জি, উড়িষ্যা; সুরেশ দাস; কালীচরণ ঘোষ; অজিত কুমার রায়; এস, পট্টনায়ক; প্রভাত মুখোপাধ্যায়; নিলোৎ রায়চৌধুরী; আশালতা রায়চৌধুরী; তেজেন্দ্র মুখার্জ্জী; বীরেন্দ্র মুখার্জ্জী, কাম্পিপোদ্দার রাজা সাহেব ও লালসাহেব; কল্যাণ রায়; নিত্য চক্রবর্ত্তী; সাধন দেব এবং আরো অনেকে ও উড়িষ্যার জনসাধারণ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ-এ
আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং
ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরী প্রাঃ লিঃ হইতে

কিরণ প্রিণ্টার্স, শালকিয়া, হাওড়া, হইতে
মুদ্রিত এবং মতিমহল থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ
(৬৮, ক্লটন ষ্ট্রীট, কলি—৭) এর পক্ষ থেকে